অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থভাগ { ২৯ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১২৭৮ সাল ১১মে ১৮৭১ খৃঃঅব্দ } ১৩ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা
২৯ বৈশাখ বৃহস্পতিবার

ঢাকায় কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত সিবিল সর্বিসে পাস হইয়া সপ্তম হইয়াছেন। সে দিন আমরা প্রকাশ করি ঢাকায় দুইটী ছাত্র গিল ক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর বৎসর এই পরীক্ষায় ঢাকায় আর এক জন উত্তীর্ণ হয়েন। বাবু মন মোহন ঘোষের বাড়ীও ঢাকায়। ঢাকা কি? একটী জেলা, ও উহার ন্যায় ৫৫ টী জেলা বাঙ্গালায় আছে। ঢাকায় যে রূপ কলেজ, হুগলিতে, কৃষ্ণ নগরে, ও বহরমপুরে কলেজ আছে তবে ঢাকার এ রূপ কৃতকার্য্য হওয়ার কারণ কি? প্রকৃত কথা বাঙ্গালের উদ্যমও উৎসাহকে ধন্য বাদ ও পরিণামে এই বাঙ্গাল বাঙ্গলার সর্ব্বে সর্ব্বা হইবেন!

চিবারস সাহেব সহ মরণ বিধির কারণ বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন স্ত্রীলোকে বিষ খাওয়াইয়া স্বামীকে না মারিতে পারে এই নিমিত্ত এই বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ সহ মরণের বিধি থাকিলে স্ত্রী স্বামীকে বধ করিলে তাহারো সঙ্গে সঙ্গে মরিতে হয়, সুতরাং এই বিধির নিমিত্ত স্ত্রী আর স্বামীকে বধ করিতে পারিবে না। চিবাস সাহেবের মতে এই সহমরণ প্রথার কারণ। এই মত খণ্ডনার্থে অনেকে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন ও নানা বিধ তর্ক করিয়াছেন ও সেই নিমিত্ত কেবল আমরা এই বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। তর্কের দ্বারা তর্ক খণ্ডন করা যায় মনের ভাব দুর করা যায় না। চিবাস সাহেব তাঁহার মনের ভাব মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিবার কিছু মাত্র সাধ্য নাই। সেখানে তর্কের দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিতে যাওয়া এক প্রকার পাগলামি। তবে চিবাস সাহেবের মনের ভাব পড়িয়া আমাদের এক প্রকার মনের ভাব উদয় হইল। সম্ভবতঃ চিবারস সাহেব তাহার স্ত্রী কি আত্মীয়াকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, ও তাহার স্ত্রী কি আত্মীয়া সন্দেহের কোন কারণ করিয়া থাকিবেন। ইহাই দেখিয়া চিবাস সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন যে স্ত্রীলোকের অসাধ্য কিছু নাই। ইহা যদি করিয়া থাকেন তবে তিনি যেরূপ বিজ্ঞান বিসারদ তাঁহার উপযুক্ত কাজ হয় নাই। কিন্তু আপনার স্ত্রী কি আত্মীয়া দুশ্চরিত্রা বলিয়া স্ত্রীলোকের অধিকাংশ দুশ্চরিত্রা এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় না?

ইংলণ্ডে ষ্টেট সেক্রেটারির ৭ দিন অন্তর সভা বসিয়া থাকে। এই সভায় ভারত বর্ষের ভাগ্য লইয়া বিচার হয়। বিচারকালীন সভ্যগণ একবার উত্তমগোছের জলপান করেন ও মদ্য পান করেন। ইহার ব্যয়ের ভার এদেশীয় দিগের কুলাইতে হইত। এই জল পান শুদ্ধ কৌন্সিলের মেম্বর গণ পাইতেন এরূপ নয়, যত কেরাণী ও চাকর প্রভৃতি সকলেই ইহার অংশ পাইতেন। সম্প্রতি যে ব্যক্তি এই জল পান ও সুরা যোগাইতেন তিনি কদর্য্য মাল দেওয়ায় সভ্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া এই জল পানের রীতিটী একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং এই বারটী হইতে আমরা অব্যাহতি পাইলাম। যে ব্যক্তি জলপান যোগাইতেন তিনি বেচে থাকুন, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ!

রাণী স্বর্ণময়ীকে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি দিবার কথা হইতেছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কান্ত বাবুর নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ তাহাতে রাণী ঠাকুরাণীর আর কোন গুণ না থাকিলেও এমনি সেই নিমিত্ত তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের উপর একটী দাবি আছে, কিন্তু রাণী স্বর্ণময়ী সে দাবির উপর নির্ভর করেন না। রাণীর যাহা আয় তাহা কেবল সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হয়! তিনি অর্থ লইয়া কেবল লোকের উপকারের নিমিত্ত দুই হাত দিয়া ছড়াইয়াছেন। পূর্ব্বে অহল্যা বাইর কথা শুনিয়াছি, রাণী ভবানীর কথা শুনিয়াছি, এক্ষণে রাণী স্বর্ণময়ীর কার্য্য দেখিতেছি। রাণী ভবাণীর অর্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মণে ভোগ করিতেছে, রাণী স্বর্ণময়ীর অর্থ কেবল দায় গ্রস্তের দায় মুক্ত করিতেছে। তিনি খ্রিষ্টিয়ান মুসলমান বলিয়া কিছু বাছ গোছ করেন না। রাণী স্বর্ণময়ীকে একটী উপাধি দেওয়া হইবে শুনিয়া দেশ সমেত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং সকলেই ভাবিতেছেন যে তিনি যত আনন্দিত হইয়াছেন এত আর কেহ হয় নাই। তবে রাণী ঠাকুরাণী কি এই সংবাদে আনন্দিত হইতেছেন? তিনি জানেন, তবে রাণী স্বর্ণময়ী মহারাণী বিক্টোরিয়ার যত উপকার করিতেছেন, মহারাণী কোন রূপ উপাধি দিয়াও সে ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। মনুষ্যে, রাণী স্বর্ণময়ীর নিকট যে ঋণ পাশে আবদ্ধ, ইহা মনুষ্যে কি রাজার পরিশোধ দিতে পারেন না, ইহার শোধ কেবল জগদীশ্বর দিতে পারেন ও তিনিই দিবেন। তবে রাণীকে এই উপাধি দিলে তিনি দৃক পাত করুন না করুন কোটী কোটী লোকের যথাকথাঞ্চিত তৃপ্তি হইবে। দেওয়ান রাজিব লোচন রায় এই সমুদায় পুণ্যের এক জন অংশি সুতরাং আমরা যে রূপ নিশ্চিত জানি যে জগদীশ্বর যে রূপ রাণী ঠাকুরাণীর পুরুস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেওয়ানকেও পুরুস্কার করিবেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও সেই রূপ যদি বিচার করেন তবে সকলের আনন্দ শত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। যেমন রাণী সেই রূপ দেওয়ান যেমন দেওয়ান সেই রূপ রাণী।

সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার বার্ষিক অধীবেশন হইয়া গিয়াছে। যে গুরুতর বিষয় হস্তে লইয়া সভা তর্ক করিতে মনস্থ করেন তাহার কিছুই শেষ হয় নাই। কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে ভারি তর্কাতকি হইয়া গিয়াছে ও ইহার শেষ মীমাংশা নাকি আগত জ্যৈষ্ঠ মাসের সভায় হইবে। কি আশ্চর্য্য! যেখানে অধিক গর্জ্জন সেখানেই কম বর্ষণ। সে যাহা হউক, আমাদের ভরশা হয় যে ইহাদের অপেক্ষা বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভা, ও ফরিদপুরের কন্যাপণ নিবারিণী সভা অধিক কাজকরিবেন। পুরুষ কি স্বার্থপর! পুরুষের বিবাহ করিতে কিছু টাকা লাগে ইহাই নিবারণ করিবার নিমিত্ত নানা স্থানে সভা হইতেছে কিন্তু বিধবা দিগের যে আজীবন কাল পর্য্যন্ত দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে তাহাতে কেহ কথা বলেন না। প্রকৃত কথা বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিলে কন্যা পণ কমিবে না। জগদীশ্বরের নিয়ম খণ্ডন করা যায় না তিনি একটী পুরুষ আর একটী স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যদি বিধবা বিবাহ না দেহ গৃহ শূন্য পুরুষের বিবাহ দিও না তাহা হইলে ও সমান সমান থাকিয়া যাইবে, এখন কার যেরূপ নিয়ম তাহাতে কন্যার বাজার ক্রমে গরম হইতেছে।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

কলিকাতা রিবিউ।

গত আপ্রিল মাসের কলিকাতা রিবিউতে যে কএকটী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত, বজেট, হিন্দু পরিবার এবং বাঙ্গলা সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের সঙ্গে আমাদের অধিক নৈকট্য সম্বন্ধ। আজ কয়েক বৎসর অবধি এদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত লইয়া তুমুল সংগ্রাম বাইতেছে। পৃথিবী ময় প্রায় এক্ষণ দুইটী দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এক দলের ইচ্ছা যে আমাদের যাহা আছে তাহাই ভাল এবং তাহাই তাঁহারা সযত্নে রক্ষা করিতে চান অপর দল ইহার বিপরীত। ইহারা উন্নতি শীল সুতরাং সকল বিষয় পরিবর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন। উন্নতি শীল দল উৎসাহ ও জীবন পুর্ণ, তাহাদের সংকল্প উদ্যম পুর্ণ এই নিমিত্ত এ দলের বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে। এক্ষণকার রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার ধর্ম্ম, রাজ নীতি প্রায় সেকেলে দলের অধিকারে, কাজেই ইহারা অপেক্ষা কৃত অলস উদ্যম শূন্য হইয়াও এক্ষণ ইহাদের আধিপত্য ভারি প্রবল। আমাদের দেশে এই দুই দলের উৎপত্তি ও উন্নতি ক্রমে হইতেছে। পশ্চিম দেশীয় জ্ঞানালোক বিশেষতঃ মিল কমটে প্রভৃতি গ্রন্থকার এই পরিবর্ত্তনটী এদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। উন্নতি শীল দলস্থেরা চিরস্থায়ী বন্দবস্তের বিপক্ষ তাহাদের আর আর তর্কের মধ্যে, জমিদারের ও অপর শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থার ভয়ানক বৈসম্য একটী বলব তর্কের বস্তু। দেশের দীন দুঃখি প্রজা দিগের আহারের কষ্ট, পরিচ্ছদ বাস গৃহ প্রভৃতির জঘন্যতা, তাহারা জমিদার ও মহাজন কর্ত্তৃক কত নিষ্পীড়ন সহ্য করে এবং কি রূপে সাংসারীক কষ্ট ও মানসিক অনুন্নত অবস্থা প্রভৃতিতে জীবন অতিবাহিত করে, তাহা যিনি এক বার দৃষ্টি করেন এবং তাহার সঙ্গে জমিদার গণের সুখের অবস্থার তুলনা করেন তিনিই সেকেলেই হউন আর উন্নতি শীলই হউন একবার মনে মনে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন না যে প্রজারা বা অহনিশি লালায়িত হইয়া উদর পূর্ণ করিয়া চাট্টি শাক অন্ন জুঠাইতে পারেনাকেন? এবং জমিদার গণই বা কেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না যে তাহারা কি রূপে অর্থ ব্যয় করিবেন? এরূপ চিন্তা যখন যাহার মনে আইসে তখনই তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দবস্তের কথা মনে পড়ে এবং তিনিই তখন ভাবেন যে লড কর্ণোয়ালিস কি রূপে কেবল নিজ স্বার্থের নিমিত্ত কোটী কোটী প্রজাকে সংসারের কষ্টে, মানসিক অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। লড কর্ণোয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করেন, তখন তিনি জমিদার গণের হিত উদ্দেশে এটী করেন না, ভারতবর্ষের উন্নতির কথা তখন তাহার মনে ছিল কি না তাহাও সন্দেহ স্থল তিনি দেখিলেন নিয়মিত রূপে রাজস্ব সংগৃহীত না হইলে রাজ্য থাকে না এবং নিয়মিত রূপে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তিনি কেবল মুদ্ধ এই উদ্দেশে এই বন্দবস্তে প্রবর্ত্ত হন। তিনি প্রজা অপেক্ষা জমিদার গণকে অধিক ভাল বাসিতেন না এবং তাহাদের প্রতি ভাল বেসে তাহাদের সঙ্গে বন্দ বস্ত করেন না, তখন কার দেশের অবস্থা, ভারি শোচনীয় ছিল এবং প্রজারা রাজস্বের সরবরাহ করিতে পারিবে না জানিয়াই তিনি জমিদার গণের নিকট ভুমির স্বত্ব বিক্রয় করেন, ফল চির স্থায়ী বন্দবস্ত এক্ষণ উঠান যায় কি না এবং উঠাইলে তাহার পরিণাম কি হয় আমরা তাহাই দেখিব। কলিকাতা রিবিউতে এই বিষয়টী উত্তম লেখা হইয়াছে। কর্ণোয়ালিস কৃত প্রতিজ্ঞার উপর যে ভুমির কর আর বৃদ্ধি হইবে না এটী এক্ষণ একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে এক্ষণ এসম্বন্ধে আর একটী তর্ক উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে ভুমির কর বৃদ্ধি না হইতে পারে কিন্তু জমিদারের উপর অপর ট্যাকস বসিবে না কেন? মিলের মত যে ভুমির প্রকৃত সত্বাধিকারী গবর্ণমেণ্ট এবং তিনি যখন জমিদারের নিকট ভুমির কর গ্রহণ করেন তখন জমিদার গণের নিজের কিছু দিতে হয় না। গবর্ণমেণ্টর বস্তু জমিদার গণ ব্যবসায়ে খাটান এবং এই নিমিত্ত অন্যান্য ব্যবসায় বাণিজ্যের ন্যায় তিনি জমিদারির কর গ্রহণ করিয়া কেবল ব্যবসাযোৎপন্ন লভ্যের নিজ অংশ মাত্র গ্রহণ করেন। জমিদারেরা রাজস্ব দিয়া তাহাকে কর বাবদে কিছু দেন না সুতরাং তাহাদের উপর ট্যাকস সংস্থাপনের সময় তাহারা যে রাজস্ব দেন বলিয়া উহা দিতে অস্বীকার হন সে নিতান্ত অন্যায় এবং মিল সাহেবের মতে জমিদারেরা অপর প্রজার ন্যায় সকল ট্যাকসই দায়ী। কেবল এই মতের উপর নির্ভর করিয়া সেস করের সংকল্প হইয়াছে। সেসকর সকল প্রজার উপর পড়িবে সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দবস্তের নিমিত্ত জমিদারেরা ইহা হইতে নিষ্কৃত পাইতে পারেন না, অন্ততঃ ডিউক অব আরগাইল এসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতা রিবিউর প্রস্তাব লেখক এই ভ্রমটী খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে জমিদারেরা যে রাজস্ব দেন উহা মিল যে রূপ বলেন উহা তাহা নয়। তাহারা ইহা দ্বারা ট্যাকস দেন। তিনি ইহার এ সম্বন্ধে যে তর্ক করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে।

সমাজের প্রকৃতি অনুসারে রাজ শাসন প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। এবং যখন সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় তখন রাজ শাসন প্রণালী যতই কঠোর ও স্বেচ্ছাচারি হউক না কেন উহা ভাঙ্গিয়া আপনার আকৃতির সামঞ্জস্য করিয়া তুলে। সমাজ জীবন শূন্য নহে, উহাকে মন্দ রাজ নীতির অনিষ্ট প্রভাবে ক্ষণকাল কাতর করিতে পারে বটে কিন্তু যদি সমাজ এক কালে নির্জীব হইয়া না পড়ে থাকে তবে ক্রমে উহা নিশ্চয় আবার সজীব ও সুস্থ হইয়া উঠে। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত দ্বারা সুতরাং যদি দেশের প্রকৃত অমঙ্গল হইতে থাকে তবে কেহ কখনই উহা রক্ষা করিতে পারিবেন না তবে এক্ষণ এ দেশের অবস্থা যেরূপ তাহাতে কি সেটী সম্ভব অথবা প্রার্থনীয়? চিরস্থায়ী বন্দবস্তের উচ্ছেদে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের ও প্রজার লাভ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের তাহা হইলে রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে কিন্তু তাহাতে লাভ? এক্ষণ ৫২ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে তখন নয় ৫৫ কোটী টাকা আদায় হইবে এবং এই তিন কোটী টাকার কতক ইংলণ্ডে হোম চর্জ্জের উপলক্ষে, কতক পবলিক ওয়ার্কের ভস্ম কীট পুর্ণ উদরে, কতক সিবিলিয়ান গণের গ্রাসে পর্য্যাবসিত হইবে, হইবার মধ্যে এদেশের অর্থ গুলিদ্বারা ইংলণ্ড স্ফীত হইবেন, আমরা আরো বলহীন হইব ও ইলণ্ড আরো ক্ষমতা শালী হইবেন। জমিদারেরা অর্থ গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখেন বটে কিন্তু তাহারা অনেকে ভারি ভোগ বিলাসী, শ্রাদ্ধ ও উৎসব উপলক্ষেও অনেকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন সুতরাং জমিদারের হস্তে টাকা গিয়া দেশের মধ্যে যে অর্থ স্রোত প্রবাহিত করে গবর্ণমেণ্টের হস্তেগেলে আর সেটী ও হইবেনা। ইংলণ্ডে সমুদয় অর্থ গুলি প্রেরিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব এইরূপে পর্য্যাবসিত করিবেন এটী আমাদের আশঙ্কা মাত্র কিন্তু আয় ব্যয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে প্রণালী অবলম্বন করেন তাহাতে এটী শুদ্ধ আশঙ্কা না হইবারই সম্ভাবনা। মন্দ্রাসও অন্যান্য প্রেসিডেন্সীতে গবর্ণমেণ্ট বন্দবস্ত করিয়া থাকেন এবং সেখানে প্রজার যে রূপ দুরাবস্থা তাহাতে বাঙ্গলায় এইপ্রণালী অবলম্বিত হইলে প্রজারা সুখী হইবে এরূপ অনুমান করা যায় না বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত এক্ষণকার ন্যায় কঠোর নিয়ম রাখিবেন। প্রজারা এদেশে যে রূপ নির্ধন ও কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত যে রূপ ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তাহাতে কখনই তাহারা নিয়ম মত রাজস্ব দিতে পারিবেনা। জমা বিক্রয় হইবে

ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কি না সন্দেহ স্থল, কিন্তু বেশ্যা গমন, সুরাপান, অখাদ্য ভক্ষণ, শাস্ত্র নিষিদ্ধ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত এই সমুদায় দোষে যাহারা দোষী তাহাদের নামে মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন বা তাহাদের ঘর পুড়াইয়া দেন না কেন? একটী অনিশ্চিত হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আর গুলি নিশ্চিত হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, অনিশ্চিতটীর জন্যে এত দণ্ড নিশ্চিৎটীর নিমিত্ত তাহারা কি দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন?

যাহারা শুদ্ধ ঋপুর বশীভূত হইয়া বিধবা বিবাহ সমর্থন কারী দিগের প্রতি অত্যাচার করেন তাহাদের গুটী দুই কথা বিবেচনা করা উচিত। বিধবা বিবাহ প্রচলন নিমিত্ত যাহারা যত্নশীল তাহারা প্রায়ই নিস্বার্থ। এরূপ লোক অত্যাচারে দমন হয় না, বরং তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে অখাদ্য ভক্ষণে কিছু কিছু স্বার্থ থাকিতে পারে কিন্তু বিধবা বিবাহ দেওয়ায় একটী লোক ছাড়া কাহারো স্বার্থ সাধন হয় না। সে একটী লোক ঐ বিধবা কন্যা। তাহারই বা দোষ কি? সহস্র সহস্র বৎসর তাহা দিগকে বলিয়া আসিয়াছ যে তোমাদের এক বার স্বামী মরিলে আর বিবাহ হইবেনা, আমাদের যে কয়েক বার স্ত্রী মরিবে বিবাহ করিতে পারিব, এবং তাহারা এই বন্দ বস্তেই মস্তক নত করিয়া ছিল, আইজ তাহা দিগকে শিখাইলে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে, আবার এই বন্দবস্তে তাহারা মস্তক নত করিল, সুতরাং তাহাদেরই বা দোষ কি? তাহাদের উপর বিরক্ত হইবারও কোন কারণ নাই, তবে যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যাচারে প্রবর্ত্ত হয়েন তাহারা কাহার উপর ক্রুদ্ধ হয়েন?

পরিশেষে আর একটী কথা। ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে। এ কি বিধবা দিগের সাপে! বিধবা দিগের অভিশাপ বড় লাগে। কিন্তু বিধবা কন্যা, বিধবা ভগিনী দিগের অভিসাপে নিস্তার নাই।

আমরা শুনিলাম মুরশদাবাদের নবাবের নবাবি উপাধি তাহা হইতে শেষ হইবে, তাহার পুত্রেরা আর নবাব হইতে পারিবেন না, আবার মুরশদাবাদের মুসলমানেরা নাকি রাষ্ট্র করিতেছে যে নবাব উজিরালী বিলাতে গিয়া দেশ দখল করিয়া লইয়াছেন স্বত্বর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

চাচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর একটী অতি প্রধান ও সদানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এটী এক রূপ সর্ব্ববাদী সম্মত যে স্ত্রী জাতিরা রোগীকে যেরূপ সেবা শুশ্রুষা করিতে পারে পুরুষের পক্ষে সেটী সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহাতে স্ত্রী জাতিতে যদি চিকিৎসা অধ্যায়ন করে তবে তাহারা সর্ব্বরূপে বিশিষ্ঠ চিকিৎসক হইতে পারে। আমেরিকায় স্ত্রী চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং ইংলণ্ডে যদি ডাক্তার গণের আধিপত্য কিছু কম থাকিত তবে সেখানেও এত দিন সহস্র স্ত্রীলোক সহস্র চিকিৎসক হইয়া উঠিতেন। রাজা বরদা কণ্ঠ যশোহরে স্ত্রী লোককে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয়ের উদ্যোগ করিতেছেন। তাহার স্ত্রী জাতিকে শুদ্ধ ধাত্রি বিদ্যা কি সমুদয় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য তাহা আমরা এক্ষা জানি নাই, তাহার কার্য্য প্রণালীই বা কি তাহা আমরা এক্ষণ পর্য্যন্ত অবগত হই নাই। আমরা শুনিলাম তিনি এই বিষয় মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রস্তাব করেন এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব উহা কমিশনারের নিকট লিখিয়াছেন। রাজা বাহাদুর কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং উহার তদ্বির করিতেছেন। ধাত্রী বিদ্যা না জানাতে এদেশের কত নব প্রসুত সন্তান নষ্ট হয়, কত প্রসুতী অশেষ কষ্ট পান এবং অনেক সময় কষ্ট পাইয়া মৃত্যু গ্রস্থ হন তাহা বলা যায় না। শুদ্ধ ইহা নয় অনেক সন্তান শুদ্ধ ধাত্রী গণের মুর্খতা নিবন্ধন শ্বাস কাশ কি এই রূপ উৎকট পীড়া গ্রস্থ হয়। এবং ধাত্রী বিদ্যার প্রচার দ্বারা ইহা অনেক নিবারণ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি শিশু হত্যা নিবারণের নিমিত্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটী আইন বিধি বদ্ধ করা প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন তবে রাজা বাহাদুরের সদানুষ্ঠানের পোষকতা করাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আজিম গঞ্জ রেলওয়ের অসুবিধার কথা আমরা প্রায় শুনি। এক্ষণ সেখানে এই রূপ নিয়ম হইয়াছে, নলহাটী প্রতুষে ৪ টার সময় ইষ্ট ইণ্ডীয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের গাড়ী পৌছে এবং আজিম গঞ্জের গাড়ী সেখান হইতে ৫।।০ টার সময় রওনা হয়, আবার আজিম গঞ্জ হইতে প্রায় বারটার সময় রওনা হইয়া নলহাটী ২ টার সময় পৌছে। নল হাটীতে ডাউন ট্রেন ৮ টা রাত্রে আইসে এবং দুইটা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত এই ছয় ঘণ্টা যাত্রী গণের নলহাটী বসিয়া থাকিতে হয়। আজিম গঞ্জ হইতে দুইটাই না ছাড়িয়া আর খানি বিলম্ব করিয়া ৫। ৬ টার সময় গাড়ী ছাড়িলে কি হয় না? ইহাতে যাত্রীগণ নিরর্থক কষ্ট পায় না অথচ বহরমপুর হইতে ছুটী উপলক্ষে যে দিন আফিস বন্দ হয় সেই দিন লোকে রেলে যাইতে পারে। রাম গতি বাবু এই রূপ বন্দ বস্ত করেন না কেন?

মুল্যপ্রাপ্ত।

বাবু দ্বারকানাথ কর, মামুদপুর, ৭৭ সালের চৈত্র ৮

বাবু কৈলাস চন্দ্র মজুমদার, শৈদপুর, ৭৮ সালের বৈশাখ ৮

বাবু ত্রৈলোকা নাথ ঘষ, ছাপরা, ৭৬ সালের চৈত্র ১০

বাবু রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু নবিন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের মাঘ ৮

মাজিস্ট্রেট সাহেব, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু বিষ্ণু চন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু ভূষণী মণি দত্ত, কৃষ্ণনগরের কলেজ ৭৮ সালের চৈত্র ৮

বাবু তারাবিলাস মিত্র, রাণাঘাট, ৭৮ সালের ফাল্গুণ ৮

বাবু জন্মেজয় পালিত, আখুড়া, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু কমলা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, সাঞ্চিড জা, ৭৮ সালের চৈত্র ... ৮

বাবু হীরালাল ভবানী, বগুড়া, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দত্তপুখুর, ৭৭ সালের কার্ত্তিক ১০

বাবু শ্রীনাথ দাস, হাইকোর্ট ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ধুলনী, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু জয় কৃষ্ণ বসু, শোভাবাজার ৭৮ সালের ফাল্গুণ ৮

বাবু মহেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৭৮ সালের চৈত্র ৮

বাবু কেশব চন্দ্র ধর, যশোহর, ৭৮ সালের মাঘ ৫

সংবাদ।

—খাইবিরিয়ার উপদ্রবের শান্তি হয় নাই। বন্য গণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতেছে, স্ত্রী লোকেরা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। পক্ষান্তরে আমীরও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নিজ সেনাপতিকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং তাহাকে বলা হইয়াছে যদি তিনি বিদ্রোহী দিগকে দমন করিতেন না পারেন, তাহাকে গুলি করা হইবে। আমীর একটী দরবার করেন। উহাতে সর্দ্দারেরা আমীরের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া শপথ করেন। সং প্র

—সোম প্রকাশের একজন সংবাদ দাতা বলেন, এখানে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটী মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহারা বিধবা বিবাহের পক্ষ তাহাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার হইতেছে। সম্প্রতি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে একটী হৃদয় বিদারক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বিগত ১৭ ই বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যার পর বর ও কন্যা যে বাটীতে অবস্থান করিতেন, তথায় এক জন লোক গোপনে প্রবেশ করিয়া অগ্নি প্রদান করে, সে সময়ে অন্য কেহ বাটিতে ছিল না, এবং কন্যাটীও নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিয়া এবং বাহিরে আসিবার উপায় না দেখিয়া ক্রন্দন ও চিৎকার করিতে লাগিলেন, তাহার আত্মীয়েরা অনেক কষ্টে তাহাকে বাহিরে আনিলেন এবং এই রূপে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল।

—ডলিনিউস বলেন, কাউসজী জাহিঙ্গীর একটী বাতুলালয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া বলিয়াছেন, যদি গবর্ণমেনট এ নিমিত্ত ৫০০০০ টাকা দেন, তাহা হইলে তিনিও ৫০০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

—হাউস অফ কমন্সে এক জন সভ্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন লণ্ডনে রবিবারে ডাকের চিটি বিতরণ করা বন্ধ থাকে, তেমনি অন্যান্য স্থানেও হওয়া উচিত॥ কারণ যাহারা সপ্তাহের মধ্যে ৭ দিন কর্ম্ম করে, তাহাদের এক দিন বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

—ত্রিবাঙ্কোরের রাজা, নিদ্দায়রাও কোচিনের মধ্যে যে হ্রদ আছে, তাহাতে যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত এক খানি বাষ্পীয় জাহাজ লইয়া গিয়াছেন॥ তাহা দর্শনে, লোক দিগের অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছে॥

—"সর এফ আউটরম স্কট লণ্ডের একটী সমাজে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের বিপক্ষে কিছু বলিয়াছেন॥ তিনি বলেন যে কেশব বাবু ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্টির সমাজ দ্বারা যত সন্তোষ পূর্ব্বক গ্রাহ্য হইয়াছেন তিনি তাহার যোগ্য নহেন॥ আরও বলিয়াছেন, কেশব বাবু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সপক্ষ ব্যক্তি নন, সুতরাং তাহাকে প্রধান স্থান দেওয়া অনুচিত॥ বাস্তবিক, কেশব বাবু বিদেশীয় ভদ্র লোক, সমাজে ইংরাজী ভাষায় সুন্দর বক্তা, পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগী, এবং স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তি, এই সকল জানিয়া ইংলণ্ডীয়েরা তাহাকে সন্তুষ্ট ভাবে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন॥'

—আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী পীড়া বশতঃ ছুটী লইয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে বিলক্ষণ সুস্থ হইয়াছেন, ছুটীর অবসানেই স্বকার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন॥

—রাজ কোটে অল্প বয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ ছাত্র খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পরিগ্রহণার্থে এক জন মিসনারির আশ্রয় লইয়াছিল॥ তাহার পিতা মাতা পুত্রের মত ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে মিশনারীর নামে এদেশীয় এক জন মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিল॥ মাজিষ্ট্রেট নিয়ম মত মিশনারীকে তলব করিলেন॥ কিন্তু মিশনারীর দেশীয় মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে যাওয়াতে অস্বীকার প্রকাশ করিবায় মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লওয়া যায়॥ আদালত অমান্য করাতে তাহার দশ টাকা জরিমানা হইল॥

—বোম্বাইয়ের স্মল কজ কোর্টের দ্বিতীয় জজ মানিকজী কাসেটজীর নিকটে ৪০ টাকার এক নালীশ হয়॥ এই মকদ্দমায় বোম্বাই গ্যাস কোম্পানি ফারিয়াদি ও কবডেন নামক এক জন ইউরোপীয় আসামী। আসামীর অনুপস্থিত কালে ফরিয়াদির পক্ষে মকদ্দমার ডিক্রী হয়॥ আসামী উপস্থিত হইয়া বলিল, আসামীর উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত জজের অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল॥ আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন জন্য তাহার দশ টাকা জরিমানা, উহা না দিলে ২ দিন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে॥ আসামী জরিমানা দিতে অস্বীকার করাতে জেলে প্রেরিত হইয়াছেন॥

—ঢাকা প্রকাশ বলেন, "উচ্চ শিক্ষা উঠিয়া যাইবে, এই বলিয়া কয়েক দিন হয় বড়ই গোল হইয়া ছিল, স্থানে২ সভা হইল, অনেক আবেদন প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হইল, অবশেষে জানা গেল লর্ড মেও উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার মানস করেন না কেবল দেশীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। লোকে ভ্রম বশতঃ তাহার এক উদ্দেশ্যকে অপর উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া মিছা আন্দোলন করিয়াছে! কিন্তু আমরা না বলিয়া পারিনা যে এই ভ্রমটী কেবল আমাদের অর্থাৎ সংবাদ পত্র সম্পাদকদের হইয়া ছিলেন না। ভুতপুর্ব্ব লেপ্টেনেনট গবর্ণর প্রবীনমতি গ্রে সাহেবেরও হইয়াছিল তবে যখন প্রায় সাধারণেই এই বুঝিয়াছিল, তখন এটী কাহার ভ্রম তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না। স্বীকার করিয়া লইলাম, লর্ড মেওর উদ্দেশ্য আমরা কেহই বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। কেহই কি গবর্ণমেনটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিল না?

—অবজারবর বলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের গত সভাতে আমাদের বর্ত্তমান লেফ্‌টেনানট গবর্ণর বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যায়ন করাইবার নিমিত্ত অর্থ সঙ্কুলান করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তিনি অন্যতর ভাষা অধ্যয়নের স্থলে সংস্কৃত ভাষাকে তাদৃক উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না॥ এটী দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা ভরশা করি তিনি সত্বর এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন॥

—গত শুক্রবারে কাশীপূরের কিছু দূর গঙ্গা হইতে জেলেরা একটি বৃহৎ হাঙ্গর ধরিয়া পুলিষ কোর্টে লইয়া যায়। সকলে দর্শন করিবার পর উহার লাঙ্গুলটী কাটিয়া লওয়া হয়॥ যে ব্যক্তি হাঙ্গর ধরিয়াছিল, পুলিষের ডেপুটি কমিসনর তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন॥

—মফস্বলাইটের গাজি পুরের সংবাদ দাতা বলেন, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত দেবী প্রসাদ একটী আশ্চর্য্য ধরণের মকর্দ্দামা বিচার করিয়াছেন॥ দুই জন ব্যক্তি একটী স্ত্রীর স্বামী বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল, এই ব্যক্তি দ্বয়ের উভয়েরই স্ত্রীটিকে পাইতে অভিলাষ॥ সুবোধ পণ্ডিত তাহাদের প্রত্যেককে ঐ স্ত্রীটি পনর দিন করিয়া রাখিতে বলিয়া মকর্দ্দামা নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন॥ কৃত্রিম স্বামী কোন রূপ আপত্ত না করিয়া তাহাতে সম্মত হইল, কিন্তু প্রকৃত স্বামী তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে এবং এবিষয় আবার বিচার হউক এরূপ বলিতে লাগিল॥ ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে স্ত্রীটি শেষোক্ত ব্যক্তির এবং তাহাকেই দেওয়া হইল॥

—গবর্ণর সাহেব বেলী সাহেবকে পুনরায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইশ চানসেলার নিযুক্ত করিয়াছেন॥

—বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং বাবু বেহারি লাল গুপ্ত (যাহারা সিবিল সর্ব্বিশ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তদপরে ইনার টেম্পেলে ভর্ত্তি হইয়াছেন) আগত সেপ্টেম্বার মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন॥

—মীন মীরের বিখ্যাত বণিক রহিম বকস মীনমিরর ক্যাণ্টনমেণ্টে একটি দাতব্য চিকীৎসালয় স্থাপনের জন্য দুই হাজার টাকা দান করাতে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহার নাম রাইসির দলের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি সকল সাধারণ দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন॥

—যে সমুদয় অসংখ্য ভদ্র লোক কার্য্য উপলক্ষে প্রত্যহ কলিকাতায় যাইতেছেন তাহাদের গতায়াতের সুবিধার জন্য কোননগর এবং শ্রীরাম পুরের মধ্যে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন উদ্দেশে রিশরা, মোর পুকুর, মহেশস্থ বাগন্দরা রেলওয়ে এজেন্সি বোর্ডের চেয়ার ম্যানের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন॥ তাহারা বলেন যে ষ্টেশন গৃহ এবং অন্যান্য যে সমুদয় আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য যে খরচ লাগিবেক লোকের আমদানি রপ্তানি দ্বারা শুদ্ধ তাহাই উঠিবে এমন নয়, ইহাতে কোম্পানির বিলক্ষন লাভ দাঁড়াইবে॥ বৎসর২ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসব উপলক্ষে চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে তথায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমারোহ হইয়া থাকে॥

√ —"গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় ভুমি সম্পত্তির অধিকারিদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারণের অন্যায় অনুষ্ঠান করাতে তাঁহারা যে প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, বোম্বাই নগরে ভূমির কর বৃদ্ধির প্রস্তাব হওয়াতে তথাকার প্রজারাও সেই রূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছে, কারন গবর্ণমেণ্ট ইতি পুর্ব্বে ভূমির রাজস্ব বিষয়ে বোম্বাই রাজ্যে যে বন্দ বস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা স্থায়ী হইবেক, এই অবধারিত সময়ের মধ্যে তাহার কোন অন্যথা করিবেন না, কিন্তু ইতিমধ্যেই এক নুতন সূত্রাবলম্বন করিয়া ভূমির রাজস্ব কিছু বৃদ্ধি করিবার সুত্রপাত করাতে সকলেই গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলিতেছেন,,।

—পোষ্টআফিসের ডাইরেক্টর জেনেরল ফেুঞ্জ অব ইণ্ডিয়াতে একখানি পত্র লিখিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সংবাদ পত্রের ডাক মাশুল হ্রাস করিয়া ১০ তোলা পর্য্যন্ত অর্দ্ধআনা নিরূপণ করণার্থ শীঘ্র গবর্ণমেনটে প্রস্তাব করিবেন। শুভ সংবাদ বটে, ডাইরেকটর জেনেরল যদি ইহা করেন, তাহা হইলে সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে।

প্রেরিত।

মহাশয়॥

আপনার চাঁপতলার পত্র প্রেরক কতক গুলি মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন॥ হাট বেড়িয়া'র কুঠিয়াল সাহেব প্রজা দিগের উপর বিস্তর দয়া করিয়া থাকেন॥ আর তাহার আমলা গণ সমুদায় ভদ্র লোক, তবে আপনার তাহা কেহ ছাড়ে না॥ আপনি যদি পক্ষপাত শূন্য হয়েন তবে আমার এই পত্রিকা খানি আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

হাট বাড়িয়া
নীল প্রজা।

মহাশয়।

আমি এক জন সাহেব বাঙ্গালি। বাল্য কাল হইতে ইংরাজি অধ্যয়ন করিতেছি, ইংরাজি চাল চলন অনেক প্রকার শিখিয়াছি; আর যত হোক না হোক, দেশীয় কুসংস্কার মনের মধ্যে নাই বল্লেই হয়। কিন্তু সংপ্রতি যে একটী অদ্ভুত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাতে মনের অবস্থা অত্যন্ত কদর্য্য, সন্দেহ হিল্লোলে, এরূপ উচ্ছাসিত যে আমি কোন কূলে উপনীত হইলে নিরুদ্বিগ্ন হইব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না!

নদে জেলার অন্তঃপাতি থানা গোপাল নগরের অন্তর্গত বৈরাম পুর নামে একটী পল্লি আছে। আমি সেই গ্রামের এক জন বাসন্দা, ঘটনাটী আমাদের বাড়িতেই হয়। এক দিন বেলা ৯ টার সময় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি মদীয় জেষ্ঠাঙ্গনা শয়ন করিয়া আছেন চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধার নির্গত হইতেছে শরীর ঈষৎ কম্পিত। তিনি সে সময় সসত্বা ছিলেন, তাদৃশাবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম উত্তর নাই॥ আমার এদিকে স্নানের বেলা হয়, দেরি সয় না। তাঁহার উত্তর না পাইয়া বিবেচনা করিলাম, বাড়ীতে কোন গোলযোগ হয়েছে কে কি বলেছে তাই এরূপ অবস্থায় আছেন। বাস্তবিক তাহা কিছুই নয়॥ আমার খুড়ী মাতা পীড়িতা ছিলেন শুনিবা মাত্র গাত্রোত্থান করিলাই তথায় গেলেন আমি অবাক হইলাম॥ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা, কি হয়েছে কাঁদছো কেন মা"? উত্তর নাই॥ বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইলে কহিলেন 'আমার গা টা বড় ঘুচ্ছে'॥ 'তবে কান্না কেন'? আর কথা নাই॥ পরে তাহাকে পাক গৃহে লইয়া গেলেন আমি ও স্নান করিতে গেলাম। আসিয়া দেখি তিনি দুধ জাল দিতেছেন ভাবিলাম তবে কিছু নয়, আহারান্তে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম॥ পল্লি গ্রামে লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই তাস পাসার ভারি ধুম॥ আমি যে সেই আনন্দোপভোগ হইতে বিচ্যু হইব সেটা যুক্তি যুক্ত নয়, সুতরাং দলে মিশিলাম॥ এই রূপ আমোদে আছি এমন সময় এক জন আসিয়া আমাকে সম্বোধন করি-

অর্থশালী ব্যক্তিরা ক্রয় করিবে এবং ক্রমে আবার জমিদার হইয়া উঠিবে। কৃষি প্রজারা অদ্যাপি দুঃখের অবস্থার অবসান হয় নাই। তাহাদের এক্ষণ ও কথায় কথায় মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় সুতরাং যে পর্য্যন্ত প্রজার অবস্থা উন্নত না হয় তত দিন ধনশালী ব্যক্তি গণের নিষ্পীড়ন হইতে তাহাদের নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই এবং এদেশে শুদের হার যেরূপ উচ্চ রাজবিচারের ব্যয় যেরূপ ভয়ানক তাহাতে কস্মীন কালেও যে প্রজার অবস্থা ভাল হইবে আমরা সেরূপ আশা করিনা। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় সামাজিক গঠন যেরূপ তাহাতে ক্ষমতাশালী ধনাঢ্য শ্রেণী ও তাহাদের সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন নির্ধন আর এক শ্রেণীর উৎপত্তি নিবারণ কখনই হইবে না। আমেরিকায় এত স্বাধীনতা এবং সেখানে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা এত উন্নত করিয়াছে সেখানেও ধনের গৌরব কিছু মাত্র কমেনাই সুতরাং সমাজের সম্পূর্ণ রূপে সংস্কার না হইলে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত যাইবেনা তবে এ দেশের প্রজা দিগের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এক বার চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভাঙ্গিয়া যদি ইহাতে প্রজার কিছু মঙ্গল হয় এরূপ পরীক্ষা করিতে অনেকের নিতান্ত ইচ্ছা হয়। বস্তুত এরূপ পরিবর্ত্তনের ফল ভাল হওয়া যেরূপ নিশ্চিত ভাল হইবে না যে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। যদি উক্ত কর্ত্তৃক প্রজার কিছু উন্নতি হয় এবং জমিদারেরা অবগত হইয়া প্রবল একটী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করেন তবে অশেষ মঙ্গল হইতে পারে এবং চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উচ্ছেদ দ্বারা এরূপ পরিবর্ত্তনের আশা করা নিতান্ত উন্মাদের কার্য্য নহে তবে আমরা একটী বিষয় নিশ্চিত বলিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভাঙ্গিবেন না। অন্ততঃ উক্ত যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে রাজস্ব আদায় হইতেছে ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রণালীর আবিষ্ক্রিয়া যতদিন না হয় তত দিন কখনই ইহা ভঙ্গ করিবেন না তবে জমিদার গণকে চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অধীন রাখিবেন আবার অপর লোকের ন্যায় তাহাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিবেন।

Mr J Westland, the Magistrate and Collector of Jessore, who made persevering efforts to implicate one of the acquitted defendants of the Libel case, by bringing in another charge, which was subsequently found to be false has written a Description of Jessore and published it perhaps not on his own account. From which we extract the following para:—

Maggoora or Amritabazar, about four miles North of Jhinkergatcha, on the road just mentioned. It is only a considerable village, but a family of Ghoses small zemindars, resident in the place, established few years ago a Bazar which they named after their mother Amrita.

They got a printing Press sometimes since and in 1868 establshed a Bengallee Newspaper called *Amrita Bazar Puttrika.* It appears once a week and is conspicuous only for its scurrilous tone and its utter disregard of truth. Its declared circulation is 500.

We were not aware that what we said of Mr Westland in these columns occassionally, hurt him so deeply. We regret ever having pained him so and in atonement w give his opinions regarding us, recorded in an obscure book the benefit of a larger circulation. This ought to satisfy every reasonable man.

The following is from the Indigo Districts:—

We will allucidiate our position by an example One biggah of land yelds, at present 8 bundles of Indigo and the price of each bundle is rated at 4 as. Hence the Ryot recives on an average of Rs 2 per bigga. But a glance at the annexed estimate will show the loss the Ryot sustains by cultivating the crop.

	Rs	as
Rent	1	
Ploughing	1	8
Weeding		6
seeds	1	
Cutting		10
Conve		4
Total	Rs 4	as 12

And he recives as we said only Rs 2 per bigg. Add to this the harassing interference of the Ameen and other factory servants, the oppressions practised by the factry amlas and you get some idea of the position of an Indigo Ryot.

Small Cause Courts Under Trial—The Registrar of the High Court wants to know of the distrct Judges how the Small Cause Courts have worked in the Muffosil, and how they have been accepted by the pulic especially those for whom they were designed. The Registrar has also invited a general criticism wisely thinking no doubt that the District Judges are the worsts judges of such matters. These courts were established during the administration of Mr Grant and sufficient time has passed since then for the public to come to a definite conclusion, but we see it is not so. It is queer that in no question is the opinion so divided, if some people bless these courts others curse them, if the mohajones of one quarter praise them, the mohajones of other quarters condemn them unreservedy. It is more amusing to see how people suddenly change their opinions as regards these courts. These are simply Zemindaree Cutcheries and their popularity and unpopulainty depends entirely on the ablity or otherwise of the Judges. The Small Cause Court Judge has discretionary powers which no other functionary possesses, he is himself the law and the administrator of the law. If he errs there is no remedy if he abuses the power that he holds still there is no remedy and to provide a remedy for these would be taking the only great advantage these courts possess, that of administering speedy justice. A Judge comes with a notion that the Mahajones are very oppressive and wicked and he ruins the Mohagones and encourages fraud amongst the Ryots while another may follow him holding quite opposiste notions encouraging forgery and perjury and ruining the Ryots. This is of so common an occurrance that immediately on the arrival of a new Small Court Judge the information whether he is for or against the suitor passes like lighting amongst the people and the people shape their courses accordingly. For a Small Cause court Judge with the heavy works he has to perform to be popular with all classes he must be a perfect being, an angel omniscent, untiring and inpartial, but as such men are very rare these courts have oftentimes been a curse to the country. On the other hand it must be confessed that they have made justice speedy, cheap and easy, and these are very great advantages, advantages for which the people will readily tolerate some amount of injustice and error in the Judge. The question is whether taking the advantages and disadvantages together these courts have proved useful or otherwise to the country. It is a nice question and certainly cannot be decided by the district Judges. Properly speaking if all the Courts of Justice were done away with it would be for the welfare of the people, but as such notions may be thought utopian we shall talk of it here ofter.

It would appear however that the constitution of the courts is unimpeachable it is the carelessness and parsimony of the Government that sometimes render them so many engines of oppression. As long as these defects are removable we would not certainly recommend the removal of the courts and the first mistake that the Government committed was to appoint Europeans as Judges. The raw Europeans who were at first appointed were objects of contempt and ridicule to the people, quite ignorant as they were of the language, manners and habits of the people. The interpreter was then all in all the Judge looked at him for all sorts of informations, and when the pleaders happened to be ignorant of English which was generally the case he humbugged the helpless Judge right and left. The European Judges have considerably inproved no doubt but the object of the Cause courts that of adminstering justice speedily can only be fulfilled by Judges who are thoroughly conversant in the language of the country and habits, manners and customs of the peole. There are yet 9 European Judges, but let them be provided elsewhere and we doubt not it will be for the advantage of all the the parties

the people, the Judges and the Government.

But the greatest defect of the system is that there are more works than workers, while the courts without being a source of Revenue cost Government upwards of 13,000 Rs last year. Just see. There were during hte year 93 courts of small causes in the interior presided over by 22 Judges. The number of suits instituted in these courts during the year was 40,092 which gives about 1822 cases for each Judge. These Judges again have to work 250 days in the year, and this would give about 8 cases for a Judge to decide every day or about one in 45 minutes. Within this short time the Judge will have to hear the evidence and the counsels on both sides, in short do all the needful things necessary in ordinary civil suits. It is true a large number of these cases is decided exparte and on confessions but then some of these Judges have other civil suits to decide. They have their sick leaves, privilege leaves and leaves on private affairs. They have to travel from one court to another, all these taken together the number of working days are reduced considerably. Then again the 40 thousand cases above alluded to are very unequally distributed so that while one has ample time to give due attention to the cases others have it not. In Chinsura only 2 were instituted, in Berhampore 21, in Dumdum 57, while in Monghyr 2133 cases were instituted and in Jessore 4326. In Jessore the Judge has to dispose of about 19 cases daily or about one in *nineteen minutes!* An angel alone can satisfy the public under such circumstances, in short the Small cause court Judges have no time to do justice. It is true Government has no fund at its disposal to increase the number of Judges, it already gives a loss of 13,000 Rs annually, but the surplus of the Calcuta courts, about 63 thousand Rs may be appropriated with advantage and if Natives alone were employed they would no doubt serve for smaller pay. The nine European Judges cost much more than the 13 Native Judges. Surely greater time ought to be allowed to those whose decisions are final and if Government cannot afford to do that sooner the Courts are abolished the better.

ANOTHER VIEW OF THE CASE.

In our last issue we attempted to show the fallacy of the distinction between the proposed tax and the land revenue. But suppose we grant the distinction to exist. What is its application to the proposed cess? Perhaps the reasoning stands thus:

Such local expenditures as of roads and schools must be met by land tax. Land revenue is not a land tax. Therefore a fresh land tax must be imposed.

This is the only mode of reasoning that we could concieve by which Government makes up its mind to impose the proposed cess. If it had not laid down itself the first proposition viz that land alone must bear the expenditures in question, it could not possibly exclude the commercial and Government service classes from its schemes of local taxation. No certainly not on the face of the Memorable Settelment which it can not but at least pretend to honour. If it is allowed that popular education and local road do not form a burthen on land alone, why, demand tax on a particular section of the people alone, and not seek a general tax on all who are capable of paying. In fact if the proposition referred to is not assumed there is not a shadow of reason with which Government can show a non-infringement of the Perpetual Settlement. We however can not argue ourselves into the soundness of the position, but we take the Government in its way of thinking as we can make out. Let us follow out the consequence of the above-mentioned premises. It the land revenue realized by Government be not a land tax, Government must be held in the light of a private land owner, although a Land owner Paramount indeed. It must be then held that the Government is to the Zemindar as the Zemindar is to a Ryot who pays a fixed rent. That the proprietory rights of land are shared between the Zemindar and the Government. Then it follows that the Government as land owner paramount must also *pay the cess* in proportion to its revenue.

And if the first proposition be correct its converse must also be correct *viz* that the land revenue is to be employed only for such purposes as popular education and roads, &c, so the Government must first appropriate the whole of its land revenue to these purposes. Then if there is a surplus it may employ that for other purposes and if there is a deficit it may call for a fresh land tax. Thus we see that this view of the case also requires the Government either to curtail its expenditures in what is called the imperial matters or to improve other taxes in order that it might contribute its share to the impositions on land as the Zemindar Paramount. Where is the bargain then assuming this mode of the argument?

But as a fact we are prepared to show that the land revenue is, was and ever has been nothing but a variable land tax, the real owners of the soil until the parmanent settlement having been the cultivators alone and since that time the Zemindars and Ryots together. That in making the Parmanent Settlement Lord Carnwallis set an irrevocable limit to this land tax the right of enhancing it as originally possessed by the Government being ceded to the Zemindar. Now if you want any thing from the Zemindar because of his holding land, you directly contravene the solemn compact. Suppose a Zemindar seeks to collect a regular abwab or Machut from a Mukrarijotedar because of his holding, is not this an enhancement under disguise?

It has been said if the Zemindar argues to escape from the cess well might he refuse the stamp duty or the like. The fallacy is on the face of it. The Zemindar is not asked to pay the stamp duty as an incident to his holding land. If he sues in a court he must pay the court fees. If not, he escapes it, if he drinks wine he must pay the excise duty; it not he escapes it. But has he the power to escape the cess otherwise than by relinquishing his Zemindaree? The argument is plain, what honest mind can not feel it?

বিধবা বিবাহ ও পাবনার লোক।

পাবনায় সে দিবস যে বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া বিষম গোল হইতেছে। একটী মেয়ে চুরি মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, ও যে ঘরে বর কন্যা থাকিতেন সে ঘর পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে. এমন কি শুনিতে পাই মেয়েটীর পুড়িয়া মরিবার বিচিত্র ছিল না। এদিকে দলা দলির ঘুটা হইতেছে একর্ম্মে যাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র উৎসাহ ছিল তাঁহাদের পর্য্যন্ত এক ঘরিয়া করা হইতেছে। উকিল মুক্তিয়ার গণ উপরি উক্ত মকর্দ্দমার যোগাড় করিতেছেন, এমন কি পাবনা এরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ গণ উকিল মুক্তিয়ার পর্য্যন্ত পাইতেছেন না। হিন্দু গণ তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষার্থে যদি বিশেষ যত্নবান হয়েন তবে সে সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের বরং ক্ষোভ হয় যে আমাদের দেশে এক দল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ উৎসাহ শূন্য যে তাহারা আত্ম রক্ষার্থেও অসমর্থ। রাজ নৈতিক উৎসাহ আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হত হইয়াছে, এখন ধর্ম্মেতে উৎসাহও যাইবার যো হইয়াছে, সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষার্থে কাহাকেও কি কে কোন স্থানের লোকদিগকে যত্নশীল দেখিলে সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ। পাবনায় বিধবা বিবাহ হওয়ায় হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম্ম লইয়া ভীত হইয়াছেন ও উহা রক্ষার্থে যত্নবান হইয়াছেন, ইহাতে আমরা মুক্ত কণ্ঠে তাহাদিগকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু ইহা লইয়া তাহার যবনিক রাজদ্বারে কেন যান বা বল প্রয়োগ কেন করেন? এই মকর্দ্দমা উপস্থিত করাতে ও ঘর পুড়াইয়া দেওয়াতে না ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে যে তাহারা ধর্ম্মের বশীভুত নহে, ক্ষুর বশীভূত শুদ্ধ জীঘাংশা বৃত্তি তৃপ্ত সাধনার্থে এরূপ করিতেছেন? বিশেষতঃ এই সময় তাহারা যেরূপ উদ্যম দেখাইতেছেন অন্য সময়ে সেরূপ দেখান না কেন। বিধবা বিবাহ হিন্দু

য়া কহিল "তুমি শীঘ্র২ বাড়ী যাও বাড়ীতে বিপদ" শুনিবা মাত্র এক জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম ॥ বাড়ী স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ, ইনি বলেন 'অমুক রোজাকে লয়ে এস উনি বল্লেন সেই রোজাকে নিয়ে এস' ॥ বাস্তবিক অবস্থাটী অত্যন্ত শোচনীয় চক্ষু রক্তিমা বর্ণ অনর্গল অশ্রুধারা পড়িতেছে স্থির দৃষ্টি, মুখে কথা নাই অঙ্গ ঘন২ কম্পিত হইতেছে। দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল ॥ আমার মাতুল এবিষয়ে বিলক্ষণ বিজ্ঞ, আমাদের বাড়ীতে ছিলেন ॥ গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী গাজি বাগান নামে একটী বাগান আছে, তিনি তখন তথায় ছিলেন ॥ যখন গাজি বাগানের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আপনাকে এতৎ সংক্রান্ত কিছু বলিতে ইচ্ছা করি কেননা আমার লিখিতব্য ঘটনার এই বাগানই আদি কারণ ॥ ইহার অধিষ্ঠিত দেবতা গাজি সাহেব তাহার বিষয় অনেক প্রকার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু আমি ইংরাজি পড়ি, ইংরাজি স্পিরিট আছে বিশ্বাস করিতাম না ॥ প্রায় ২০ ॥ ২৫ বৎসর গত হইল গাজি বাগানে কতক গুলি ইট প্রস্তুত ছিল, গাজি সাহাবের ইট বলিয়া কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই ॥ আমাদের ইংরাজি চাল, সকল বিষয় ডোণ্ট কেয়ার করি, নির্ভয়ে তাহা ক্রয় করিলাম ॥ পাঁজা ভাঙ্গিবার সময় ২ ॥ ৩ টী সর্প বহির্গত হয় তৎক্ষণাৎ মারা হয় ॥ সর্প সংহার করাই সকল বিপদের মুল হইল ॥

মাতুল মহাশয় শুনিবা মাত্র গৃহে আসিলেন। তিনি সাহস দিয়া কহিলেন "মস্তকে জল ঢাল' কত তুক তাক করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। এদিকে সুর্য্য অস্তগত, আমাদেরও বিপদ বৃদ্ধি। তাহাকে শয়ন ঘরে লইয়া শোয়াইতে না শোয়াই মূর্চ্ছিতা হইলেন অঙ্গ হিম, দন্তে খিল লাগিয়াছে বাড়ীর মধ্যে হায় ২ শব্দে ক্রন্দন উঠিল। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, মুখে কথা নাই। নাশিকায় হস্ত দিয়া দেখি গরম তখন একটুঁ সাহস হয়। এমন সময় রমনী গণের মধ্যে এক জন বলিলেন "তোমারে গাজি বাগানে যে ইট নেওয়া হয়, গাজি সাহেবকে কি হাজত দেওয়া হয়েছে ? খুড়ী মাতা কহিলেন না অমনি পার্শ্বস্থিত এক খানি বাসন তাহার মস্তকে গাজির নামে স্পর্শ করিয়া রাখিলেন। কিয়ৎকাল পরে "আমার বাচ্ছা কাচ্চা মাল্লে আমার বাচ্চা কাচ্চা মাল্লে,, এই শব্দ মূর্চ্ছিতার মুখ হইতে নির্গত। গৃহস্থিত কেহই সে কথা বুঝিতে পারে নাই (গাজি বাগানে সর্প মারা হয় এ কথা বাড়ীতে প্রকাশ ছিল না ॥) পরে খুড়ী মাতা গলায় বস্ত্র দিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন আমার অপরাধ হয়েছে মার্জ্জনা করুন, তিনি উত্তর করিলেন অল্পে মার্জ্জনা কর্ব্বো ॥ ইট নিলে২ আমার বাছা কাছা মাল্লে কেন ॥ তারা ছেলে মানুষ জানে না,—তারা যেন ছেলে মানুষ, তুমি বুড় মাগী তুমি ত জান আমি কত কাল এখানে জাগ্রত ॥ তাহাদের এই রূপ কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমরা নিস্তব্ধ ॥ ক্ষনকাল পরেই তিনি ও মুর্চ্ছিতা। বহুক্ষণ পরে কথা কহিলেন "আমার হাজত দিবি, আমার ঢাক ঢোল বাজিয়ে পূজ দিবি" ইত্যাদি অনেক কথা কহিলেন খুড়ী মাতা সজল নয়নে হাঁ দিলেন ॥ পুনরায় মুর্চ্ছা, প্রায় আদ ঘন্টা পরে মুর্চ্ছা গেল আবার কথা কহিলেন "আমি যা বলেছি তা ভালই বলেছি" এই কথা উচ্চারন করিয়াই পুর্ণ মুর্চ্ছিতা। গাজিতলার মাটি আনা হয় তাহার সর্ব্বাঙ্গে দেওয়া হইল, একটুঁ হুস হইল বটে কিন্তু তাহা কোন কাজের নয়। এমন সময় মাতুল মহাশয় এক জন রোজা আনিলেন, সে গর্ব্বে কহিল "আমি যাহা পড়িয়া দিব উনি দেবতাই হউন আর অপদেবতাই হউন তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতে হইবে"। অনেকের অমত, মাতুলের মত ছিল। সে কতক গুলি সরিষা লইয়া প্রায় আদ ঘন্টা বিড়২ করে কি বকলে, পরে এই গুলা তাহার গায় ছড়াইয়া দেন বলিয়া মাতুলের হস্তে দিল। সরিসা অঙ্গে দিবা মাত্র তিনি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এক জনের গলা চাপিয়া ধরিলে তাহার মুখ দিয়া যে রূপ শব্দ নির্গত হয়, তাহার তদ্রূপ হইয়াছিল। সেরূপ নিনাদ প্রায় ১০ মিনিট ছিল। তখন আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন কালে আসিয়া ধরিয়াছে এই ঘটনার প্রায় দুই ঘন্টা পরে তিনি চৈতন্য লাভ করেন। চকিতবৎ উঠিয়া খুড়ি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যে দেড়ে মিন যে ঘোঁড়ায় চড়ে এসেছিল সে ঘরে খেলে না বাইরে খেলে,,। তাহার পুর তাহার সহজ অবস্থা। এস্থলে দেড়ে মিন সে আর কেহ নয় গাজি সাহেব। আমি অশ্চার্য্য—ভয়ানক আশ্চর্য্য আমার ইংলিস স্পিরিট সমুদয় গেল যে ভেতো বাঙ্গালি সেই ভেতো বাঙ্গালী হইলাম। তাহার সহজ অবস্থায় তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত জিজ্ঞাসা করি—তিনি কহিলেন আমি জানিনা। সম্পাদক মহাশয় এই ঘটনায় গাজি সাহেব এক জন জাগ্রত দেবতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ভুত নাই, স্পিরিট আছে সময়ে২ বিশ্বাস হইত কিন্তু স্পিরিটের এত কারখানা, শুনি নাই। গাজি সাহেব এক জন জাগ্রত দেবতা এ ভ্রম আমার মন হইতে দূরী ভূত হইল না।

কৃষ্ণনগর
৩রা মে॥ ৮৭১ } কশ্চিৎ বৈরামপুর নিবাসী

মহাশয়।

আপনার পত্রিকা খানি যখনই পড়ি তখনই এই মনে হয় যে আপনা দ্বারা পৃথিবীর অনেক কাজ হইতেছে. আপনারা রাজ কর্ম্মচারি দিগের অত্যাচারের কথা অনেক লিখেছেন, রাজার অন্যায় শাসন প্রণালী সম্বন্ধে ও লিখিতে কসুর করেন নি আবার দেশের কুআচার ও কুনীতি সম্বন্ধে খুব লিখেছেন এমন কি লিখে২ আপনারা বিরক্ত হয়েছেন এজন্য আপনাদিগকে শত২ বার ধন্যবাদ দেই, এবং হাত তুলে ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে আপনারা অনেক দিন বেচে থেকে আর ও খুব কশে লিখুন, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি আপনারা যে এত দিন রাত্র যেগে তৈল পুড়াইয়া কত কষ্ট করে লিখে২ কলম ক্ষয় করিলেন তাহার ফল কি এই হলো, আপনারা যে দোষটী ভন্য২ করে কেটে ছিড়ে লোকের চক্ষের সামাল ধরে দিয়াছেন অমনি যেন সকালে তা থেকে কিছু নুতন রকম শিখে নিয়ে আর ও অধিক জোরের সহিত উঠে পড়ে সেই কর্ম্মে লেগে গেছে, যাহা হউক আপনারা তো এত বলে কয়েও কিছু করিতে পারিলেন না। আমরা ও আর ভুগিতে পারি না মনে হয় এমন কোন স্থানে গিয়ে থাকি যেখানে কোন অত্যাচারের কথা শুনিতে বা দেখিতে না হয়, কিন্তু কোথায় যাব, যেখানে যাব উহারা সেই খানেই তোড়, যোড়, বোতল বেশ্যা এই লইয়া বিরাজ করিতেছেন দেখিতে হইবে।

মহাশয় আমরা এই খানে অনেক দিন থেকে বাস করিতেছি আমরা এখানকার অনেক দেখিলাম এক সময় স্বর্গ ও দেখিয়াছি আবার এক্ষণ নরক ও দেখিতে হইতেছে অনেক পাপ না থাকিলে এসব আর ভুগিতে হয় না, আজ শুনিলাম অমুক খুড়ো যাঁহার মন্ত্রের চোটে সঙ্গা দেবী পালাই২ ডাক ছাড়েন, যাঁহার ভক্তির জোরে গঙ্গার মাটি থাকা ভার হইয়াছে, এবং যখন তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যান তখন যেন বোধ হয় একটা রাজা যুধিষ্ঠির চলিয়া যাচ্ছেন. তাহাকে আবার দেখিতে যাই যে গাজা আবার চেলা মহাদেবের ভক্ত সেজে কলকে ফাটাইয়া দিচ্ছেন আবার দেখি সাম মন্ত্র ভক্ত সেজে ওরা রাত্রে অপ্সরা ও কিন্নর গণ পরিবেষ্টিত হয়ে মদের শ্রাদ্ধ কচ্ছেন আবার দেখি অমুক জ্যেষ্ঠ তাত যাহার বিদ্যা বুদ্ধির চোটে পৃথিবী এক সময়ে কেঁপে গেছে, যাহার তর্ক শাস্ত্রের নিপুনতায় ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরিদর্শিতায় কত মহা২ উপাধ্যায় পাণ্ডিতের থর হরি কম্প হইয়াছে। তিনিই আবার প্রেরমারা খেলায় পরিদর্শিতা এবং মদ্য পানে নিপুণতা দেখাইতে ক্রুটী করেন না, আবার দেখি এক জন ভায়া যিনি গোপাল ভাড় হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ন হইয়াছেন যাহার ভাড়ামির চোটে কেহই গম্ভিরত্ব রক্ষা করিতে পারেন না তাহাকে দেখি যে তিনি বেশ্যার বাটীতে এক রকম বাস করিয়াছেন এবং অন্যান্য সহযোগী আপগারির ব্যাপার তো তাহার অঙ্গের ভুষণ বলিলেই হয় তাহার আত্মীয় স্বজন এই দেখিয়া কেবল দিবা রাত্র কেঁদে২ চক্ষু অন্ধকারে কেল্লেন, ইনি কাহারও উপদেশ, দৃষ্টান্ত কিম্বা তাড়না মানেন না, ইহার আর কতক গুলি সহযোগী ইয়ার আছেন তাহারাও এ সম্বন্ধে খুব নিপুণতা দেখাইতেছেন, মহাশয় আপনাকে কত বলিব বলিতে হইলে আপনার কাগজে স্থান হইবে না।

এক্ষণে সম্প্রতি দুই একটী বেশ্যা মন্দির স্থাপন হইয়াছে এবং কলিকাতায় চৌদ্দ আইনের ভয়ে পলাতক দুই একজন রূপসি আসিয়া এই সকল মন্দিরের ইষ্ট দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহাদের মন্দিরের গুরু দরবারের ন্যায় দিবা রাত্র ভক্তের হুড় হুড়ি লেগে গেছে, ভক্তিহ বা কত পূজার আয়োজন বা কত বোধ হয় এই বারে এই ভক্ত দিগের পরিত্রানের পথ পরিস্কার হইবার সুত্র পাত হইয়াছে, আবার এক্ষনে আর এক ভায়া জাহির হইয়াছেন ইনি একে বারে বয়ে গেছেন ইনি ইংরাজি লেখা পড়া শিখে দিশি মৌও মদের দোকান করে ফেলেছেন ইহার এই ব্যয়কার্য্যেতে বড় টান দেখিতেছি দুই বেলাই ভাড় বার করে দোকানে বসে একটা কলঙ্কা পড়া পিতলের গুড়গুড়িতে তামাক খেতে২ নিজ হস্তেই মদ বিক্রি করা হয়, সম্পাদক মহাশয় আর আপনাকে কত বলিব, এক্ষণে কতক গুলো ইয়ার রকমের বাঙ্গালি জটে আমোদের বড় জ্বালাতন করিয়াছে, এখানকার হিন্দুস্থানি লোক দিগের নিকট আমাদের মান থাকা দুস্কর হইয়া উঠিয়াছে জোন কতক মহাত্মা দিগের দোষে আমরা সকলেই তাহাদের নিকটে ঘৃণিত হইতেছি, মহাশয় রেলওয়ে হয়ে আমাদের পক্ষে ভাল মন্দ দুই হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি, ভালর ভাগে এই যে আমরা অল্প আয়াসে যে খানে সেখানে গমনাগমন করিতে পারিতেছি আর ও নানা প্রকার উপকার, মহাশয় আমরা কখন প্রত্যাশা করিনাই, তাহাও পাইতেছি, আবার মন্দর ভাগ এই যে আমাদের দেশের কতক গুলো মুখ, বাপে খেদান, মায়ে তাড়ান, লোক মনে কচ্চে আর রপ্তানি হচ্ছে, রপ্তানি হয়ে যেখানে যাচ্চে সেইখানেই গুলজার করে তুলছে বেশ্যা গুলো ও এই সুযোগ পেয়ে ঝাকে২ বারিয়ে পড়ছে, সম্পাদক মহাশয় এই সকল বদন্য শুনে এক২ সময় গেলুম২ ডাক ছাড়িতে হয় আর প্রমেশ্বর রক্ষা কর বলিয়া চুপ করিয়া থাকি, কি জানি যদি কিছু বলিলে মেরে বসে, এই জন্য পেয়াদা বাবা তবে—এই বলিয়া পাস কাটিয়ে চলে যাই। যদি কিছু উপকার হয় বলিয়া এ পত্র খানি আপনাকে লিখিতেছি আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছাপিয়ে দিবেন তার পর কি হয় দেখা যাইবে।

মুঙ্গের

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক নূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপাও বাঁধা মূল্য ২টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫ খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকায় ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাবার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ৬ টাকা ডাক মাশুল ৸ আনা আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্য হইবে। ইতি

বহরম পুর সত্যারত্ন যন্ত্র } শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন।

EHT AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BEING ACT XXV OF 1861

AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circulars the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.

Babu Bunco Bihari Mitra,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসা নিকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্নকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

যশোহর জেলার শ্রীধর পুরের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৪০ টাকা বেতনে এক জন দ্বিতীয় শিক্ষক আবশ্যক॥ বি, এ, পরিক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি সমধিক আদরনীয়॥ যাহারা এল, এ পাস না করিয়াছেন তাহাদের আবেদন নিষ্প্রয়োজন॥ আবেদন কারীর অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক॥ ১৫ মে পর্য্যন্ত আবেদন পত্র গৃহীতহইবেক॥

শ্রীধরপুর যশোহর ২২।৪॥৭১ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসু সম্পাদক॥

মৎ প্রণীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হইতে পারে॥

মূল্য ৶৵ আনা মাত্র।

লতামুন বান ও বুর বাজার মিস্ত্রীর বারিক ৭ই আনুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অবধোতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ নষ্ট আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিণ রোগের ঔষধ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর। বেজপাড়া

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য শ্রীতুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগ ২৫টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত ক ১২টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অমৃতবাজার

লেথ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোকে দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেথ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইবে ধারনের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারন সম্ভবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। মূল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তেয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যাদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তকমুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাত

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবুদীন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষান্মাসিক ৩	১।॥০	
ত্রৈমাসিক ২	৸০	
নূমূনে সংখ্যা ।০	৴	

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষান্মাসিক ৪৷০	১।॥০	
ত্রৈমাসিক ৭	৸০	

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও তদধিক বার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত